যুগান্তর

তারিখ · 08 · FEB · 2014 ·
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২ .....

রাবিতে সান্ধ্যকোর্স বহালে এখনও অনড় শিক্ষকরা

আন্দোলন হামলা মামলা

জিয়াউল গনি সেলিম, রাজশাহী ব্যুরো

সচেতনতা সৃষ্টি, স্মারকলিপি, প্রদান, আলটিমেটাম, ধর্মঘট; এরপর হাজার হাজার শিক্ষার্থীর তীব্র আন্দোলন। হামলা-মামলা। অতঃপর আসামি হয়ে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছাড়া। এত কিছুর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য কোর্স চালু রাখার সিদ্ধান্তে অনড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এই সান্ধ্য কোর্স চালু রাখতে নানা যুক্তিও দিয়ে আসছেন। তবে প্রগতিশীল ধারার বামপন্থী হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত বেশ কয়েকজন শিক্ষক এর তীব্র বিরোধিতা করে বলছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক চিন্তা নিয়ে কখনও কোনো কোর্স চলতে পারে না। এটি যেমন শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে, তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

জানা যায়, ব্যবসায় অনুষদের চারটি বিভাগে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু হয় ২০০৮ সালে। আর আইন অনুষদে সান্ধ্যকালীন এলএলএম (মাস্টার্স) কোর্স চালু হয় ২০১০ সালে। চলতি বছরে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৭টি বিভাগ সান্ধ্য কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সান্ধ্য কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাইভেটাইজেশন ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে এমন দাবি তুলে শিক্ষার্থীরা সব বিভাগে সান্ধ্য কোর্স বন্ধের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯ জানুয়ারি থেকে সব ধরনের বর্ধিত ফি বাতিল ও ১২টি বিভাগে চালুকৃত সান্ধ্য কোর্স বন্ধের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা ৩০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে ক্যাম্পাসে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এদিকে ওই দিন বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৭টি বিভাগের সভাপতি ও অনুষদের ডিন প্রফেসর আনসার উদ্দিন সংবাদ সম্মেলন করে সান্ধ্য কোর্স চালুর পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেন। ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার দুপুর ৩টায় আইন অনুষদও চালুকৃত বহালে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বহালে : রাবিতে সান্ধ্যকোর্স

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সান্ধ্য কোর্স চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। সান্ধ্য কোর্স চালু থাকলে শিক্ষকদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ও উপকৃত হচ্ছে বলেও শিক্ষকরা দাবি করেন। এর পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স ভবনে সংবাদ সম্মেলন করে ব্যবসায় অনুষদের ৪টি বিভাগের সভাপতি ও ডিন আমজাদ হোসেন সাফ জানিয়ে দেন, তারা সান্ধ্য কোর্স বহাল রাখবেন। ২ ফেব্রুয়ারি রোববার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ ও পুলিশ। এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশের দায়ের করা মামলায় আন্দোলনকারীদেরই আসামি করা হয়েছে।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে সান্ধ্য কোর্সের পক্ষে মত দেন সংগঠনটির সভাপতি ও বিএনপিপন্থী শিক্ষক আজহার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষক সুলতান-উল-ইসলাম। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরি ভবনে সংবাদ সম্মেলন থেকে সান্ধ্য কোর্স চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জোরালো মত দিয়েছেন বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক গ্রুপ' (সাদা দল)। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর মোঃ আনসার উদ্দিন ও আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর বিশ্বজিৎ চন্দ্র রায় আওয়ামীপন্থী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ব্যবসায় অনুষদের ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর আমজাদ হোসেন বিএনপিপন্থী শিক্ষক। তারা সবাই সান্ধ্য কোর্স বহাল রাখার বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মত, যদি ক্লাস-পরীক্ষা ব্যাহত না করে একই অবকাঠামোতে যদি শিক্ষকরা সান্ধ্য কোর্স চালাতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের আপত্তি থাকার কথা নয়।

সূত্র মতে, একদিকে শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সান্ধ্য কোর্স বহাল রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, অপরদিকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন। তাদের বক্তব্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক কোর্স চলতে পারে না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তাছাড়া বেশি টাকা আয়ের কারণে সান্ধ্য কোর্সের ক্লাস নিয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে যান শিক্ষকরা। ফলে স্বাভাবিক ক্লাস ও পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। এই দ্বন্দ্বে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নৈতিকভাবে এখন মুখোমুখি অবস্থানে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিক যুগান্তরকে বলেন, প্রচলিত সান্ধ্য কোর্স শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, সব বিভাগেই তো এই কোর্স চালু করা সম্ভব নয়। এতে একশ্রেণীর শিক্ষক আর্থিকভাবে লাভবান অপরদিকে, বেশির ভাগ শিক্ষকই এই সুবিধা পান না। এছাড়া, এই কোর্স চালু থাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদাও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। বিশিষ্ট নাট্যকার মলয় ভৌমিক আরও বলেন, সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করতে হলে এই অবকাঠামোতেই আলাদা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। একই শিক্ষক দিয়ে এই কোর্স চালানো অনুচিত। তিনি শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-কমিশনের ঘোষণা বাস্তবায়নেরও দাবি জানিয়েছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এনামুল হক বলেন, কোনো বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে।

তবে এ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি বা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক নষ্ট করার সুযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের দাবি শুনতে হবে, বোঝাতে হবে, কম্প্রোমাইজ 'করতে' হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় 'কর্তৃপক্ষ' আন্তরিকভাবে সে চেষ্টা করেনি। বরং উল্টো সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মুহম্মদ মিজানউদ্দিন জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির কারণে আমরা সব বর্ধিত ফি বাতিল করেছি। তবে সান্ধ্য কোর্স বন্ধের সিদ্ধান্ত আগে বিভাগগুলোকে নিতে হবে। তারপরই এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারবে।